দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JUN 1986

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

062

পরীক্ষা নিয়ে নানা কান্ড

ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের তিনজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা রেখেছেন। গত শুক্রবারে একটি দৈনিক পত্রিকায় তাঁরা লিখেছেন ঃ প্রতি বছর এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার সময় অনেক পরিচিত মুখ চলে যায় কোথায় ? এরা বসন্তের কোকিলের মত ঢাকা ছেড়ে গ্রাম্য স্থলে পরীক্ষা দিতে যায়। কারণ ঐ সমস্ত স্থানে গিয়ে নকল করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করা সহজ। তাই ঢাকার স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ফরম ফিলাপের সময় বেশ কয়েক মাস আগে টিসি নিয়ে যে যার সুবিধামত স্থানে চলে যায়। এর জন্য তাদের সবরকম সহযোগিতা করে থাকে ঐ স্কুল বা কলেজের শিক্ষকরা। ....ফলে আমরা যাদের সব সময় আড্ডা মারতে আর মাস্তানী করতে দেখি, যাদের পাঠ্যবই সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই তারাই শেষ পর্যন্ত ভাল রেজাল্ট করে বেরিয়ে আসে। আর যারা ঢাকাতে কষ্ট করে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দেয় তাদের রেজাল্ট হয় মোটামুটি, নয় ফেল। এই দুর্নীতি দমনের উপায় কি ?

শিক্ষার্থীত্রয়ের অভিযোগ অমূলক বলে উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। অন্তত যাঁরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং যাঁরা আলোচ্য পরীক্ষা দুটোর পরীক্ষার্থীর অভিভাবক, তাঁরা জানেন ও বোঝেন পরীক্ষার সময় কী পরিমাণ ছাত্রছাত্রী কলেজ-বদলের জন্য হন্যে হয়। স্কুলে বা কলেজে খোঁজ নিলেই টিসি গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এই টিসি গ্রহণের সময়টিও লক্ষ্যণীয়। পরীক্ষার ফরম পূরণের আগে আগেই বদলিপত্র নেয়ার ধুম পড়ে। অপেক্ষাকৃত শিথিল ব্যবস্থা সমন্বিত সেন্টারে গিয়ে পরীক্ষা দেয়ার প্রবণতা তার মধ্যে জাগে। এ প্রবণতা শিক্ষার্থীর একার নয়, তার অভিভাবকেরও।

শিক্ষা বোর্ড এ সমস্যা সম্পর্কে যে অবগত আছেন তার প্রমাণ এ সম্পর্কে তাঁদের বিভিন্ন সময়ে কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমন কলেজ থেকে বদলিপত্র গ্রহণের সময় পরিবর্তন। সেহেতু নির্বাচনী পরীক্ষা সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সে কারণেই নির্বাচনী-পরীক্ষার পরে যেন ব্যর্থ পরীক্ষার্থী কলেজ পরিবর্তন করতে না পারে, তজ্জন্য প্রতিবছর টিসি দেয়ার শেষ সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে ৩০শে অক্টোবর। সেই সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আছে ঐ তারিখের পর ভর্তির ওপরও। কিন্তু কলা-কৌশলে আগ্রহীদের কাছে তারিখ কোনও সমস্যা নয়। তাই সমস্যার কোনও সুরাহাই হলো না। বাধ্য হয়ে শিক্ষা বোর্ড আরও এক ধাপ বেশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পরামর্শ দিলেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এই বলে যে প্রতিবছর ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যার তালিকা বোর্ডে পাঠাতে হবে। বলা বাহুল্য, তাতে ছাত্রছাত্রীর বাবার নাম, ঠিকানা, ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ যাবতীয় সকল বিবরণ থাকতে হবে। এমন নিয়মের উদ্দেশ্য— পিছু-তারিখ দিয়ে বদলিপত্র প্রদান বা ভর্তির অবকাশ বন্ধ করা। কিন্তু তাও লাভ হলো না। কারচুপি বন্ধ হলো না—শুধু চেহারা পাল্টালো। কারচুপি যারা করেন, সেই পক্ষগুলোর মধ্যে অধিকতর সমঝোতার প্রয়োজন হল, সমঝোতা হল, বিনিময় হার বাড়লো, কাগজপত্র পরিবর্তনের কাজ বৃদ্ধি পেল

আগের মতই নির্বাচনীর কিছু আগে বা পরে পরে বদলিপত্র দেয়া নেয়া, ভর্তি পুনঃভর্তি, তালিকার রদবদল চলতে থাকলো। আগের মতই ক্ষেত্রবিশেষে পরীক্ষার ফরম পূরণ শেষে কেন্দ্র পরিবর্তনের হিড়িক অব্যাহত রইল। অর্থাৎ ঠিক পরীক্ষার প্রস্তুতির বা পরীক্ষার প্রাক্কালে বদলিপত্রউৎসব চলতে থাকলো। এক কলেজে অনুত্তীর্ণ বা একদিনও ক্লাস না-করা ছাত্রছাত্রী আরেক কলেজের হয়ে পরীক্ষা দিল। ভাল করল। অন্য দিকে হয়তো নিয়মিত ছাত্রছাত্রী নিয়ম মানতে গিয়ে মেধার, বিচারে ব্যর্থই হল।

এই যে অবস্থা, তা বাঞ্ছিত নয়, কাঙ্ক্ষিত তো নয়-ই। এ কারণেই চলতি বছর শিক্ষাবোর্ড বদলিপত্র গ্রহণের ও প্রদানের সর্বশেষ তারিখ দিলেন ৩০শে জুন। (ঢাকা শিক্ষাবোর্ড বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৬৩ তারিখ ২৩-২-১৯৮৬) এ সময়টা একাদশ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তরণের। অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণীতে কোনওভাবেই কলেজ পরিবর্তন চলবে না। এ নির্দেশের ভবিষ্যৎ ফলাফল কি, বলা যায় না। তবে অনুমান কঠিন নয়। ইচ্ছার প্রাবল্যের কাছে সময় কোনও বাধা-ই হবে না। যেমন হয়নি এতোদিন ধরে। শুধু লেনদেনের টাকার অংক স্ফীত হতে থাকবে। তবে একটি তাৎক্ষণিত ফলাফল দেখা গেছে ইতিমধ্যেই। তা হচ্ছে বদলিপত্র গ্রহণের ভিড়। ৩০শে জুনের মধ্যে ঢাকার বিভিন কলেজে বদলিপত্র নেয়া শিক্ষার্থীর একটি জরিপ নিলে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এর ফলে ছোট ছোট কলেজগুলো মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে—বদলিপত্রের তারিখ পরিবর্তনই যে একমাত্র সমাধান নয়, এই কারচুপির অব্যাহত অগ্রগতি তার প্রমাণ। লক্ষ্য করতে হবে গলদটা কোথায়? এ জন্যে মূলে যাওয়ার দরকার। সমস্যার সেই উৎস হল বেশ গভীর। তার একই জিজ্ঞাসা—দেশের সর্বত্র শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষাব্যবস্থা এক নয় কেন ? দৃশ্যতঃ এক অবশ্যই, তবে এ সত্য প্রাঞ্জল, এরও মধ্যে পার্থক্য আছেই। আর সব ব্যাপারের মতই ঢাকার শিক্ষার চেহারা কিঞ্চিৎ উন্নত। উন্নত এর স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা ও পরীক্ষা হলের অবস্থা। অদূরে শহরতলীতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিতান্তই দুরবস্থা। ঢাকার পরীক্ষা কেন্দ্রের ছবি যেমন পত্রিকায় ছাপা হয়, তেমনি ঢাকার পরীক্ষা কেন্দ্রে ঊর্ধ্বতন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিদর্শন নিয়মিত পরিদৃষ্ট হয়। দুঃখজনক হচ্ছে—ঢাকার বাইরে সর্বক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা সমান কার্যকর নয়। নয় বলেই অভিযোগ আছে শিথিলতার ও সুযোগের।

হতে পারে, রটনার মতো ঘটনা নয়। আর তা স্বাভাবিক। রাজধানীর বাইরে সর্বত্র নকলের রাজত্ব ও কারচুপির দৌরাত্ম্য এমন কথা বলা অবশ্যই সঙ্গত হবে না। তবে রটনা যে কিছুটা সত্য, তার কারণ আছে। ঢাকার বাইরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আদৌ সচ্ছল ও শংকটমুক্ত নয়। নিরাপত্তার দিকেও তাঁরা তেমন বলিষ্ঠ নন। স্থানীয় নানান ধরনের চাপও আছে তাদের ওপর।

প্রকৃত বিচারে এই সমস্যার মূলে এমন এক জায়গায়, কোনও ব্যক্তি বিশেষ বা একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যার সমাধান সহজ নয় উল্টো শোনাতে যাওয়ার বিড়ম্বনা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। সাধ আর সাধ্যের মিতালি সাধারণের জন্য কতটুকু সম্ভব হতে পারে ? তাই 'ঢাকার বাহির'কে দোষারোপ করে ফায়দা নেই। তেমন দোষারোপের যৌক্তিকতাও নেই।

যে যে কারণে আজ রাজধানীর কিছু কিছু স্থানে সহজ, সুন্দর ও সৎ পন্থায় পরীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে, তথা হতে পারছে, ঠিক সেভাবেই সেসব কারণ ঢাকার বাইরেও আরোপিত করতে হবে। পুরো দেশে এক নিয়ম, এক ব্যবস্থা কার্যকর হলে, কার্যকর করতে পারলে সমস্যা আপনা থেকেই অন্তর্হিত হবে এবং স্বতস্ফূর্তভাবেই একটি নির্মল পরিবেশের জন্ম হবে। তখন টিসি গ্রহণ বা ক্ষেত্র পরিবর্তন বিষয়টি নেপথ্যে চলে যাবে।

শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, সুধীসমাজ ও সচেতন অভিভাবক মহল যে বিষয়টি নিয়ে এতদিন ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন, সেই বিষয়ে আজ উৎকণ্ঠিত শিক্ষার্থীকুলও। বিষয়টির গুরুত্ব এ থেকেই বুঝে নিতে হবে। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবোর্ড—সকলেই সমাধান চাইছেন যখন তখন মুষ্টিমেয় কিছু অশুভ মনের মানুষের জন্য এমনভাবে ব্যর্থ হওয়ার ও অবাঞ্ছিত পরিণামের মুখোমুখি হয়ে থাকা সমীচীন হতে পারে না।

—হোসনে আরা শাহেদ